03 SEP 2016
তারিখ 03 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

দৈনিক
ইত্তেফাক

শিক্ষার্থীদের প্রতি অবহেলা নয়

নাফিস অলি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হল আন্দোলনের বিষয়টি পত্রপত্রিকা কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে কারো অজানা নয়। এ সংক্রান্ত কয়েকদিনের ঘটনা দেখে আমার ভেতরটা হু হু করে ওঠে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দাবি যদি অযৌক্তিকও হয় তবু শিক্ষার্থীর গায়ে হাত তোলার ব্যাপারটা মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু এ ব্যাপারগুলো খুবই স্বাভাবিক হয়ে গেছে। তাই আমাদের আবেদন— এই ঘটনার সমাপ্তি হোক এখনই! শিক্ষার্থীর গায়ে হাত তোলার ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে।

আবাসিক হল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর মৌলিক অধিকার। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সিংহভাগ উঠে আসে মফস্বলের দরিদ্র পরিবার থেকে। নিজেদের মেধা আর পরিশ্রম দিয়ে এরা অর্জন করে নেয় এই আসন। এসব শিক্ষার্থীর খরচ জোগানো অনেক পরিবারের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে একটা সিট পেলে অন্তত থাকার ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করতে হয় না। একজন শিক্ষার্থীর জন্য এটা অনেক বড়। প্রশ্ন হচ্ছে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কেন এই সুযোগ পাবে না?

অবস্থাটা যদি এমন হতো যে হল দেওয়ার কোনো উপায় নেই। তাহলে না হয় কথা ছিল। কিন্তু এখানে তো পর্যাপ্ত সুযোগ আছে। এমনকি জগন্নাথ কলেজ থাকাকালীন নির্মিত বেশ কয়েকটা হল বেদখলে আছে, নতুন হল নির্মাণের জায়গা আছে, তবে সমস্যা কোথায়? আন্দোলনকারীরা ঢাবি, রাবি, জাবি, চবির মতো পরিপূর্ণ ক্যাম্পাস চাচ্ছে না, চাচ্ছে মাথা গোঁজার ঠাঁই। শুধু হল!

এটা এমন একটা দাবি, এমন একটা আন্দোলন যা কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। এরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থী।

বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া হিসেবে সরকারের প্রতি আমার আবেদন, আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে নেওয়া হোক। বলা হচ্ছে জবি অনাবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় জেনেও শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়ে অযৌক্তিক আন্দোলন করছে। আমি বলব— হোক জবি অনাবাসিক, এখন আবাসিক করা হোক না! জবি তো আমাদের দেশেরই বিশ্ববিদ্যালয়। জবির একজন শিক্ষার্থীও যদি আজকের এই সুযোগটুকুর জন্য অনেক বড় হয়, একজন বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তি হয়; সে সম্মান তো আমাদেরই হবে। সে সম্মান তো দেশেরই হবে।

মাতৃভাষা, স্বাধীনতা সর্বোপরি এদেশ তৈরিতে ছাত্রসমাজের ভূমিকা অস্বীকার করার ক্ষমতা কারো নেই। দেশের প্রতিটি ধূলিকণায় মিশে আছে ছাত্রদের রক্ত, ইট-পাথরের আড়ালে চাপা পড়ে আছে ছাত্রজনতার প্রাণ। সেই প্রাণের সম্মানটুকু দেওয়া হোক!

একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্নে বর্তমান সরকারের হাত ধরে সফলভাবে এগিয়ে যাওয়া। সফলতার সকল স্তর জয় করছে আমাদের দেশ। আর সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এই শিক্ষার্থীরা। নিশ্চয় সরকার শিক্ষার্থীদের অবহেলা করবেন না।

শিক্ষার্থী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়